বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

ড. মেজবাহ উদ্দিন তুহিন
8
Shares
২০ অক্টোবর ২০২২ ০৯:১০ পিএম | আপডেট: ২১ অক্টোবর ২০২২ ০২:০৪ পিএম

অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

advertisement

শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের যোগসাজেশ তৈরির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর জাতীয় সংসদের এক অনুমোদিত আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম দেশে ও বিদেশে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের নেতৃত্বে সবার জন্য উন্মুক্ত, কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা এই নবতর দীক্ষা নিয়ে বাউবি কাজ করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আখতার বলেন সমাজের অবহেলিত নর-নারী, গৃহবধু, বেকার যুবক-যুবতী, ঝরে পরা শিক্ষার্থী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, কর্মজীবী, শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত, শিক্ষা লাভে আগ্রহী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং প্রান্তিক ও দূর্গম অঞ্চলের

জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে হাতের নাগালে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বাউবিতে নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে।

advertisement 3

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

advertisement 4

উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে বাউবির শিক্ষা সেবা পৌঁছে দিয়ে কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বাউবি অঙ্গীকারাবদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর সার্বজনীন শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাকে গণমুখীকরণ এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বাউবি কর্মমুখী শিক্ষা নিয়ে নিরলস কাজ করছে। তিনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বাউবিতে নীডবেইজ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কর্মসংস্থান তৈরিতে চাকুরি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা তৈরি বাউবি'র শিক্ষা প্রোগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। সময়ের চাহিদার সাথে মিল রেখে চলমান শিক্ষা প্রোগ্রাম গুলোকে বিশ্বমানের করতে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই বাউবি এগিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনে একাডেমিক প্রোগ্রামগুলোকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশী রেমিটেন্স যোদ্ধারা বাউবির মাধ্যমে শিক্ষা লাভকরে যাতে সেখানে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে এবং পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে উন্নত জীবন যাপন করতে পারে এজন্য বাউবি দেশের বাইরে শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করেছে। ইতোমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার ও সৌদিআরবে বাউবি'র শিক্ষা প্রোগ্রাম চলমান রয়েছ। রেমিটেন্স যোদ্ধাদের বাউবি'র শিক্ষায় দক্ষ করে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার আরও বলেন, বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে আমাদের জীবন যাত্রা এবং ধ্যান ধারনা প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে। আমাদের চ্যালেঞ্জ এখন অনেক বেশী, স্মার্ট ফোনের কারণে সারা বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয় তবে আকাশ সংস্কৃতি এবং স্মার্টফোনের নানাবিধ উপাদানের কারণে আমাদের শিশু ও যুব সমাজের অনকেই বিপথে চলে যাচ্ছে। ফলে তাদের সুকুমারবৃত্তি চর্চা, খেলাধূলা, সংস্কৃতিচর্চা, বইপড়া, ধর্মীয় শিক্ষা, পারিবারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও মূল্যবোধ তৈরিসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে বাউবি বিভিন্ন অ্যাপস তৈরির চিন্তা ভাবনাও করছে। তথ্য প্রযুক্তি যে গতি ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকেও সেই গতিতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে

শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য ভালো টিম ওয়ার্ক ও গতি নিয়ে কাজ করতে হবে।

প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের সঙ্গে প্রয়োজন মানসম্মত কর্মমুখী শিক্ষা। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শনকে মনেপ্রাণে ধারন করে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন সম্ভব।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে বিশ্বসমাজের সকলেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজের অংশ। জ্ঞান সৃজন, সংরক্ষণ ও বিতরণে উৎকর্ষ ব্যবস্থাপনায় আমাদের সকলকে সম্পৃক্ত হতে হবে। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ সৃজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শিক্ষায় কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স একটি চ্যালেঞ্জ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০৪১ ও এসডিজি ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাউবিকে জরুরি ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনা অপরিহার্য এবং বাউবি সেই লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন উপাচার্য।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বিশেষ করে আর্থিক অস্বচ্ছলতাসহ আরও বিভিন্ন কারণে যারা দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি অথবা সুবিধা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের জন্য শিক্ষার অবারিত সুযোগ করে দেওয়া। দূরশিক্ষণ ও উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোনো শ্রেণি, পেশা ও বয়সের মানুষ নিজ-নিজ অবস্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। বাউবি নিজস্ব প্রণীত সহজবোধ্য পাঠ্যপুস্তক, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় এবং ব্লেডেড পদ্ধতিতে এসএসসি থেকে এমফিল, পিএইচডি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। বাউবি'ই দেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেটি উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে দেশের আপামর জনগোষ্ঠিকে শিক্ষিত করার গুরু দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ সক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সুখি সমৃদ্ধ জাতি ও উন্নত দেশ গঠনে আমাদেরকে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে যেসব দেশ দ্রুত উন্নতি করেছে তারা সবাই বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়েছে।

জীবনের চাহিদার প্রয়োজনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে কর্মমুখী নানা শিক্ষা, যা এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বাউবির অনলাইন ও ইলেকট্রনিক শিক্ষা উন্মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযুক্তি বান্ধব পরিবেশ সৃজনে সরকারের ডিজিটাল শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। বাউবি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ডিজিটাল শিক্ষার রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন তথ্য ও প্রযুক্তিতে স্বংসম্পন্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাউবি'র শিক্ষার্থীরা অনলাইন সার্ভিস অ্যান্ড পেমেন্ট সিস্টেম (OSAPS) এর মাধ্যমে ঘরে বসে কাজের ফাঁকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারছে। ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে ই-বুক ও স্টাডি গাইড। বাউবি টিউব, ওপেন টিভি, ওয়েব টিভি, ওয়েব রেডিও, ইউটিউব, টুইটার ও ফেসবুকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে অডিও, ভিডিও লেকচার দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট স্থানে

বসে শিক্ষককের কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর ও তথ্যের আদান প্রদান করতে পারছে। স্কাইপি ও ভিডিরেন (BdREN) এর মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ভিডিও স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে অন লাইন ক্লাশের সুযোগ রয়েছে। ই-বুকের সংখ্যা পাঁচশতাধিক। বিভিন্ন টিউবে রয়েছে প্রায় ৫০০ অডিও ভিডিও প্রোগ্রাম। মোবাইল অ্যাপস এর মাধম্যে ই-বুক ডাউনলোড সহ পাচ্ছে নানা তথ্য। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলের নিকট দ্রুত তথ্য প্রদানের জন্য রয়েছে মোবাইল এস.এম.এস কমিউনিকেশন সিস্টেম।

বাউবি'র ইনোভেটিভ সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে তা অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ঘরে বসেই ফলাফলের ওপর অনলাইনে অভিযোগেরও সুযোগ রয়েছে। সময়ের চাহিদার সাথে মিল রেখে বাউবি চালু করেছে Master of Disability Management and Rehabilitation, Master's in Public Health, Master of Science in Agricultural Sciences, Post Graduate Diploma in Medical Ultrasound, এমপিএইচ এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনার্স, মাস্টার্স, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি প্রেগ্রাম। এ ছাড়া রয়েছে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের জন্য অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে পৃথক এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি. প্রেগ্রাম। বিদেশে বাংলাদেশী কর্মমুখী জনগোষ্ঠী যাতে দক্ষমানব সম্পদ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে পারে সে লক্ষ্যে বাউবি চালু করেছে 'বহি:বাংলাদেশ একাডেমিক প্রোগ্রাম'।

বাউবি'র শিক্ষায় তৈরি হচ্ছে মানব সম্পদ। সমাজের সুযোগ বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং দূর্গম এলাকায় বসবাসকারীগণ বাউবি'র অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় বসবাস করেও নিজেদেরকে কর্মমুখী করে তুলতে পারছে।

বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাউবি'র রয়েছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। পরিবেশ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্যবিমোচন, গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পরিচর্যা, গ্রামীণ মহিলাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, গৃহবধূর সচেতনতা বাড়ানো, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু পালন, সেচ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, খাদ্য তৈরি, বনায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন-এসব বিষয় নিয়ে অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রামগঞ্জসহ বিভিন্ন পরিবেশে অবস্থানরত বেকার যুবক-যুবতীদের বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এসব বিষয়ে রেডিও, টিভি এবং ইউটিউব এ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

ড. মেজবাহ উদ্দিন তুহিন: লেখক ও কলামিষ্ট, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগ,বাউবি